৯ম আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো ২০২৪
উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে
ইসাবের সম্মানিত সভাপতি জনাব নিয়াজ আলী চিশতি মহোদয়ের বক্তব্য
ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০২৪, জাতীয় প্রেস ক্লাব

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুগণ,

শুভ সকাল! ইলেকট্রনিক্স সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ইসাব) পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আজকের এই আয়োজনে অংশগ্রহণের জন্য ইসাবের সভাপতি হিসেবে আমি নিয়াজ আলী চিশতি, আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গেল বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এবছরও তিনদিন ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো'র আয়োজন করতে যাচ্ছে ইসাব। আন্তর্জাতিক এই প্রদর্শনীর বিস্তারিত আপনাদের সামনে তুলে ধরতেই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি শ্রদ্ধা জানাতে চাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারানো ৩০ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনদের প্রতি। মহান এই মাসে ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই ভাষা শহীদদের প্রতিও রইলো গভীর শ্রদ্ধা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল। গত ১৪ বছরে দেশের জিডিপি সাড়ে ৪ গুণ বেড়ে বর্তমানে তা ৪৫০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০২৬ সালে আমরা স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পা রাখবো। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কাজ করছে সরকার। এইচএসবিসিরি জরিপ বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ৯ম বৃহত্তম

ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা আধুনিক, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হওয়ার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আমাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলার। ২০৪১ সালে যা গিয়ে দাঁড়াবে ১২ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলারে। সে হিসাবে আমাদের বর্তমান যে ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে, সেটি চারগুন বেড়ে যাবে এবং ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে। সেই সাথে গড়ে উঠবে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, কমার্শিয়াল বিল্ডিং, মার্কেট, হাসপাতালসহ বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো।

দেশের অর্থনীতির আকার দিন দিন অনেক বাড়ছে, সাথে ব্যাপকভাবে বাড়ছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন। এই প্রেক্ষিতে অর্থনীতির আকার যত বড় হচ্ছে, অগ্নি ঝুঁকির নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি ততটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, এবং টেকসই অবকাঠামো নির্মাণে ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অগ্নিঝুঁকি কমিয়ে এনে দেশে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে ইলেকট্রনিক্স সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইসাব) আয়োজন করতে যাচ্ছে **আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো ২০২৪**। অগ্নিঝুঁকি এড়াতে এবং অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিতে অগ্নি-সুরক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি সকলের কাছে পৌছে দেওয়ার প্রয়াস নিয়ে আমরা এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যাচ্ছি।

৯ম বারের মতো আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী আগামী ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তিনদিন ব্যাপী এই এক্সপো দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বেলা ১১ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। বিশ্বের বড় বড় ব্র্যান্ডের তৈরি অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলো সকলের সামনে তুলে ধরা হবে এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে।

এই এক্সপোর উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন, এফবিসিসিআই'র

সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম, বিজিএমইএ'র সভাপতি জনাব ফারুক হাসান প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ডেমস্টেশন প্রদর্শন করবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স যেখানে ২০০ এরও অধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে অগ্নি-দুর্ঘটনা থেকে রক্ষার কৌশল দেখাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।

এবারের প্রদর্শনীতে বিশ্বের ৩০টি দেশের শতাধিক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করবে যারা তাদের ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটির অত্যাধুনিক পণ্যগুলো প্রদর্শন করবে। তিনটি ক্যাটাগরিতে পন্য প্রদর্শন করা হবে এই এক্সপোতে। যার মধ্যে থাকছে ফায়ার সেফটি সলিউশন, সিকিউরিটি সলিউশন ও বিল্ডিং অটোমেশন।

সমগ্র দেশের শিল্প, বাণিজ্য এবং সেবা খাতের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই এক্সপো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই এক্সপোর মাধ্যমে ফায়ার সেফটি এবং সিকিউরিটি পণ্য মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য হবে এবং বিনিয়োগকারীদের আরও উৎসাহিত করবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এই বছরের এক্সপোর সঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে 'ইসাব সেফটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড'। বাণিজ্যিক ভবন, আবাসিক ভবন ও শিল্প কারখানায়; এই তিন ক্যাটাগরিতে যারা যথাযথ নিয়মনীতি মেনে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন তাদের অ্যাওয়ার্ড প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করা হবে। এই অ্যাওয়ার্ডের জন্য ইতোমধ্যে অসংখ্য আবেদন পেয়েছি আমরা। বুয়েটের অধ্যাপকসহ অভিজ্ঞ জুরি বোর্ডের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করা হয়েছে, যারা প্রাপ্ত আবেদনগুলোর মধ্য থেকে নিরীক্ষা সম্পন্ন করে তিন ক্যাটাগরিতে তিনটি করে মোট ৯ জন বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবেন।

এ ছাড়া অগ্নিনির্বাপণ ও দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজে সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য ফায়ার ফাইটারদের পরিবারকেও এবার বিশেষ সম্মাননা দেবে ইসাব।

এই এক্সপোতে আমাদের কো-পার্টনার হিসেবে রয়েছে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, অ্যাসোসিয়েট পার্টনার হিসেবে রয়েছে FEBOAB, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বিটিএমএ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই প্রদর্শনীতে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছে এফবিসিসিআই।

প্রিয় ভাই-বোনেরা,

আমি মনে করি, গণমাধ্যম হলো রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। রাষ্ট্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দেশে অগ্নি নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে গণমাধ্যমের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ রয়েছে। এই **৯ম আন্তর্জাতিক ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপো ২০২৪** সফল ও স্বার্থক করতে আমাদের দেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিক ভাই-বোনেরা পূর্বের মত আমাদের সমর্থন দিয়ে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এই এক্সপোকে সফল, স্বার্থক ও বহুল প্রচারিত করতে আমাদের সাংবাদিক ভাই-বোন এবং গণমাধ্যমগুলোর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। আপনারা ফায়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি এক্সপোতে আসবেন, নিউজ কাভার করবেন, দেশের মানুষের কাছে আমাদের এই উদ্যোগের কথা তুলে ধরবেন এই আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

ধন্যবাদ।

(এখন সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, করতে পারেন)